যুগান্তর

তারিখ ... 29 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৭ ... কলাম ... ৮ ...

পীরগঞ্জে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দেড় শতাধিক শিক্ষকের পদ শূন্য

■ পীরগঞ্জ (রংপুর) সংবাদদাতা

রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক পদে ১৫২ জন শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ওইসব বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক না থাকায় একাডেমিকভাবে বিদ্যালয়ে কাজের অগ্রগতির পাশাপাশি সহকারী শিক্ষকের শূন্যতায় বিদ্যালয়ে নিয়মিত পাঠদানে বিঘ্ন ঘটছে। সহকারী বা প্রধান শিক্ষক সংকটে কোন কোন বিদ্যালয়ে ৫ জন শিক্ষকের স্থলে ৩ জন, আবার কোন বিদ্যালয়ে ৭ জনের স্থলে ৪ জন কর্মরত আছেন।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, উপজেলায় ১১৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের ফলে ১২০টি বিদ্যালয় সরকারিকরণ করা হয়। ফলে বর্তমানে ২৩৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে পূর্বের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় খাসতালুক, পালগড়, রসুলপুর, চৈত্রকোল ও পানবাড়িসহ ৩০টিতে প্রধান শিক্ষক ও ৪৬টিতে সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। এছাড়াও জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয় বড় রাজারামপুর, শরীফপুর, মির্জাপুর, হাজিপুর ও মন্ডলাবাড়িসহ ৪৬টিতে প্রধান শিক্ষক ও ৩০টিতে সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হেমায়েত আলী শাহ জানান, প্রধান শিক্ষক পদ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদ। এ পদটি শূন্য থাকায় সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে মাঝে-মধ্যেই একাডেমিক কার্যক্রমে ব্যাঘাত ও জটিলতা দেখা দেয়। তবুও নিয়মিত বিদ্যালয় মনিটরিংয়ে রেখে লেখাপড়ার পরিবেশ ঠিক রাখার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এসএম মাজহারুল ইসলাম জানান, সরকার প্রাথমিক শিক্ষার উপরে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। আশা করছি খুব শিগগিরই পীরগঞ্জের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সকল শূন্যপদ পূরণ হবে।